মেহেরপুরে পৃথক অভিযানে গাঁজা ও ইয়াবাসহ আটক ২

মেহেরপুরের গাংনীতে ৪ কেজি গাঁজাসহ ১ জন আটক হয়েছে। গতকাল রবিবার ভোরে উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নের গাড়াবাড়ীয়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে আসাদুজ্জামান বিজয় (২২) আটক হয়। আটককৃত বিজয় গাড়াবাড়ীয়া গ্রামের জিয়ারত ইসলামের ছেলে।

তার বিরুদ্ধে মেহেরপুর জেলার গাংনী থানায় ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইনের ৩৬(১) সারণির ১৯(ক) ধারায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ বানি ইসরাইল জানান, র্যাবের অভিযানে গাড়াবাড়ীয়া গ্রাম থেকে বিজয় নামের একজনকে আটক করে। পরে তাকে গাংনী থানায় হস্তান্তর করলে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের মামলায় কোর্টে পাঠানো হয়েছে।

পরে, মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদী ইউনিয়নের যুগিন্দা এলাকায় অভিযান চালিয়ে মো: লাল্টু (৪০) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে ৪৪ পিস ইয়াবাসহ গ্রেফতার করেছে র্যাব।

আটক মাদক ব্যবসায়ী লাল্টু যুগিন্দা গ্রামের আজিজুল ইসলামের ছেলে।

মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুমোদন পাচ্ছে দুইটি সাবজেক্ট

মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম চালুর জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) দুইটি বিষয় অনুমোদন দিচ্ছে।

ইউজিসির সর্বশেষ বৈঠকে মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়, নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয় ও বগুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম চালুর জন্য দুটি করে বিষয়ের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

এদিকে, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াও এগিয়ে চলছে। ইউজিসির পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগের পরিচালক মাকছুদুর রহমান ভূঁইয়ার নেতৃত্বে আজ রবিবার পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দল মেহেরপুরে তিনটি স্থান ময়ামারির মাঠ, বিএডিসির বারাদি ফার্ম ও খড়ের মাঠ পরিদর্শন করেছেন।

২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থী ভর্তি হবে।
মেহেরপুর সরকারি কলেজের অনার্স ভবনে ছয়টি কক্ষ বরাদ্দ দিয়ে আধুনিক শ্রেণিকক্ষ তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। পাশাপাশি অফিস ভাড়া নিয়ে রেজিস্ট্রারসহ প্রয়োজনীয় কর্মকর্তাও নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

মেহেরপুরে মাদকসহ ৬ মাসে আটক ৩১ নারী

মেহেরপুর সীমান্ত পেরিয়ে আসা মাদকের বস্তা টানছেন নারীরা। কেউ খুচরা বিক্রি করছেন পাড়ায় পাড়ায়, কেউবা দেহে লুকিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন শহর বা অন্য জেলায়। গেল ছয় মাসে (এপ্রিল-সেপ্টেম্বর ২০২৫) শুধু মেহেরপুর জেলাতেই ৩১ জন নারী মাদক ব্যবসায়ী ও মাদক বহনের শ্রমিক হিসেবে আটক হয়েছেন। পুলিশ, র্যাব, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ পৃথক ও সম্মিলিত অভিযানে তাদের আটক করে।

তাদের মধ্যে কেউ প্রথমবার নয়, দ্বিতীয় বা তৃতীয়বারের মতো ধরা পড়েছেন। কারো বয়স ২২, কেউ ৪০ এর কোটায়। বেশির ভাগই স্থানীয়, দরিদ্র এবং স্বশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত। অধিকাংশ নারীই জড়িত মাদকের খুচরা বিক্রিতে বা মাদক বহনে শ্রমিক হিসেবে। হেরোইন, গাঁজা, বিদেশী মদ. ফেন্সিডিল পৌঁছে দেয়া ও খুচরা ব্যবসার সাথে জড়িত আটক নারীরা।

জেলার গাংনী উপজেলার কাজিপুর, তেকালা, বামুন্দি, মেহেরপুর সদরের শালিকা, বাজিতপুর ও মুজিবনগর উপজেলার সোনাপুর সীমান্ত এখন মাদক পাচারের নিরাপদ পথ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

ভারত থেকে নিয়মিতভাবে ফেনসিডিল, ইয়াবা, গাঁজা ও অন্যান্য মাদকদ্রব্য আসছে এই সীমান্ত দিয়ে। এসব মাদক সংগ্রহ করে স্থানীয় পর্যায়ে খুচরা বিক্রির নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে একটি চক্র। এই চক্রই বেশি আয়ের প্রলোভন দেখিয়ে দরিদ্র নারীদের নিয়োগ করছে বাহক বা বিক্রেতা হিসেবে।

মেহেরপুর সদরের একটি গ্রামে বসবাসকারী এক নারী, যিনি বর্তমানে কারাগারে আছেন, দ্বিতীয়বারের মতো আটক হয়েছেন গত আগস্টে। পুলিশের ভাষ্য মতে, তিনি প্রতি সপ্তাহে দু’বার করে সীমান্ত থেকে মাদক সংগ্রহ করে শহরে পৌঁছে দিতেন। প্রতিবার কাজে তিনি পেতেন ১২শ থেকে ১৫শ টাকা।

স্থানীয় প্রশাসন ও সমাজকর্মীদের ভাষ্য অনুযায়ী, মেহেরপুর অঞ্চলে নারীদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ অপ্রতুল। দিনমজুর বা গৃহকর্মীর কাজের বাইরে বিকল্প নেই বললেই চলে। যদিও কাজ মেলে অনেক ক্ষেত্রেই পুরুষের তুলনায় নারীরা পান কম মজুরি।

স্থানীয়ভাবে গড়ে ওঠা এই চক্রের নিয়ন্ত্রকেরা বেশির ভাগ সময় রয়ে যান ধরাছোঁয়ার বাইরে। নারী বাহকদের ধরে হয়তো মামলা হয়, কিন্তু মূল নিয়ন্ত্রকদের খুঁজে বের করার উদ্যোগ যথাযথ নয় বলে অভিযোগ রয়েছে।

মেহেরপুর জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক বিদ্যুৎ বিহারী নাথের বয়ানে দারিদ্র্য, বেকারত্ব, পারিবারিক সহিংসতা ও সহজে অর্থ আয়ের আকাঙ্ক্ষা এই চারটি মূল কারণ নারীদের এই পথে ঠেলে দিচ্ছে। অধিকাংশ নারীই জানেন না, তাদের ব্যবহার করা হচ্ছে। তবে খুচরা মাদক বিক্রেতাদের সকল নারীই অর্থের লোভে মাদক ব্যবসার সাথে জড়িত। বেশ কয়েকজন স্বামী স্ত্রী মাদক বিক্রেতার সাথে জড়িত। এদেরমধ্যে জেলা শহরের পেয়াদা পাড়ার চায়না খাতুন ও তার স্বামী হাফিজুল ইসলামকে বেশ কয়েকবার মাদকসহ আটক করা হয়েছে।

মেহেরপুরের মানবাধিকার কর্মী দিলারা পারভিন বলেন, মাদক ব্যবসায় জড়িত নারীরা অপরাধী তো বটেই, কিন্তু এক অর্থে তারা ব্যবহৃতও। প্রশ্ন হলো, তাদের এই অবস্থান সৃষ্টি হওয়ার পেছনে দায়ী কারা? নারীদের বিকল্প জীবিকা গড়ে তোলা জরুরি। মাদক সংক্রান্ত মামলায়

নারীদের জন্য পুনর্বাসন কেন্দ্র ও বিশেষায়িত হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।

মেহেরপুরের অতিরিক্ত পলিশ সুপার জামিনুর রহমান খান বলেন, বংশ পরম্পরা মেহেরপুুরের সীমান্ত গ্রামগুলোর পরিবার দারিদ্রতার সাথে বসবাস করে। গত ছয়মাসে বিভিন্ন ধরণের মাদকদ্রব্যসহ ৩১ জন নারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বেশ কয়েকটি বড় ধরণের গাঁজার চালানও ধরা পড়েছে। মাদক চোরাচালানে অল্প সময়ে অনেক টাকা পাবার কারণে এমন বিপথে নামে নারীরা। মাদক চক্রের মূল হোতারা ধরা ছোার বাইরে থেকে যাচ্ছে। তাদের বিচারের আওতায় আনা না গেলে এই প্রবণতা সহজে বন্ধ হবে না।

মেহেরপুরের আমঝুপিতে অ্যাড. কামরুল হাসানের গনসংযোগ

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপিতে জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের নেতৃত্বে এক পথসভা ও গণসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (১৮ অক্টোবর) বিকেল ৫ টার সময় আমঝুপি বাজারে এ পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

পথসভা শেষে বিশাল লোকসমাগম নিয়ে অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান গণসংযোগ কর্মসূচি শুরু করেন। এ সময় তিনি স্থানীয় জনগণের হাতে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত ৩১ দফা দাবি সম্বলিত লিফলেট বিতরণ করেন এবং এলাকাবাসীর সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

সাবেক সদর থানা যুবদল সভাপতি হাসিবুল ইসলাম স্বপন এর সভাপতিত্বে এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সাবেক সদস্য আলমগীর খান ছাতু, সদস্য আবু সালেহ নাসিম ও খাইরুল বাশার, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন, রোমানা আহমেদ, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমুল হোসেন মিন্টু, জেলা জাসাসের সদস্য সচিব বাকা বিল্লাহ, জেলা শহীদ জিয়া স্মৃতি সংসদের সভাপতি আলিফ আরাফাত খান, জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি মোশারফ হোসেন

তপু, সদর উপজেলা আহ্বায়ক লিয়াকত আলী, আমদহ ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ইলিয়াস হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক সাব্বির হোসেন, পিরোজপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আতিয়ার রহমান ও সাধারণ সম্পাদক মিন্টু হোসেন, জেলা যুবদলের সদস্য মেহেদী হাসান রোলেক্স, বিএনপি নেতা নাহিদসহ বিভিন্ন ইউনিয়নের ওয়ার্ড পর্যায়ের নেতাকর্মী ও অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

পথসভা ও গণসংযোগকে কেন্দ্র করে আমঝুপি এলাকায় উৎসবমুখর পরিবেশ লক্ষ্য করা যায়। স্থানীয়দের অংশগ্রহণে এ কর্মসূচি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

মেহেরপুরে অ্যাড. কামরুল হাসানের উদ্যোগে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প

মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়নের হরিরামপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের উদ্যোগে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা ও ওষুধ বিতরণের আয়োজন করা হয়।

গতকাল শনিবার সকাল ১০টায় সময় মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান এ ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প উদ্বোধন করেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান বলেন, “তারেক রহমানের ৩১ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। জনগণের মৌলিক অধিকার ও সুচিকিৎসা নিশ্চিত করাই আমাদের উদ্দেশ্য। তারেক রহমানের নির্দেশেই আমরা সব কার্যক্রম পরিচালনা করছি।”

ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠানে স্থানীয় প্রায় দুই হাজার মানুষ চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করেন এবং বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় ওষুধ পান।

নেতৃবৃন্দ জানান, জনগণের পাশে দাঁড়ানোই বিএনপির অন্যতম লক্ষ্য, তাই এ ধরনের মানবিক কার্যক্রম নিয়মিতভাবে অব্যাহত থাকবে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি ইলিয়াস হোসেন, আলমগীর খান ছাতু, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক রোমানা আহমেদ, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, জেলা জাসাসের সদস্য সচিব বাকা বিল্লাহ,

জেলা বিএনপির সাবেক সহ সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী মিজান মেনন, জেলা শহীদ জিয়া স্মৃতি সংসদের সভাপতি আলিফ আরাফাত খান, বুড়িপোতা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি নাসির উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক ফরিদ উদ্দিন, নাহিদ হোসেনসহ বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে শিক্ষক কর্মচারী ক্রেডিট ইউনিয়নের বার্ষিক সাধারণ সভা

“সমবায় শক্তি, সমবায় মুক্তি” এই স্লোগানকে সামনে রেখে গাংনীতে অনুষ্ঠিত হয়েছে গাংনী উপজেলা শিক্ষক কর্মচারী কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেডের ১৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা ২০২৫। শনিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজে এ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন গাংনী উপজেলা শিক্ষক কর্মচারী কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেডের সভাপতি ও গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ খোরশেদ আলী।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সংগঠনের কোষাধ্যক্ষ ও গাংনী সরকারি ডিগ্রি কলেজের প্রভাষক নাসিরুদ্দিন এবং পলাশিপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আক্তারুজ্জামান বকুল।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কালবের (CALB)

আঞ্চলিক পরিচালক অধ্যক্ষ শেখ সহিদুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাজিপুর ডিগ্রি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ মোকাদ্দেছুর রহমান।

সম্মানিত অতিথিদের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, কালব এর পরিচালক ছানোয়ার হোসেন, করমদি ডিগ্রি কলেজের অধ্যাপক আবু সায়েম পল্টু, গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক আমিরুল ইসলাম, গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক হারুনুর রশিদ রবি, কালব-এর জেলা ম্যানেজার সুজয় কুমার বসু, সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ও হিজলবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মনিরুজ্জামান, সংগঠনের সহ-সভাপতি ও গাংনী পাইলট মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের সহকারী প্রধান শিক্ষক আশরাফুল ইসলাম, এবং জেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি হাফিজুর রহমান বকুল।

সভায় সংগঠনের বার্ষিক আর্থিক বিবরণী প্রকাশ করা হয়। দ্বিতীয় পর্বে লটারি আয়োজন করা হয় এবং সদস্যদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

মেহেরপুরে তাতাসা হজ্ব ও ওমরাহ কাফেলার ট্রেনিং প্রোগ্রাম

মেহেরপুরে তাতাসা হজ্ব ও ওমরাহ কাফেলার আয়োজনে একটি ট্রেনিং প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে হজ ও ওমরার নিয়মকানুন, জরুরি অবস্থা মোকাবেলা, এবং আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

আজ শনিবার সকাল ১০টায় তাতাসা হজ্ব ও ওমরাহ কাফেলার মেহেরপুর আঞ্চলিক অফিসে এ ট্রেনিং প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশিক্ষণে হজ ও ওমরাহের ৭টি ধাপ ইহরাম বাঁধা, মিনা, আরাফাত ও মুজদালিফায় অবস্থান, তাওয়াফ, সায়ী, এবং পশু কোরবানি করার সঠিক পদ্ধতি বিষয়ে বিস্তারিত দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়। এছাড়াও,

অংশগ্রহণকারীদের স্বাস্থ্য ও শারীরিক প্রস্তুতির গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করা হয়।

ট্রেনিং প্রোগ্রামের সভাপতিত্ব করেন তাতাসা হজ্ব ও ওমরাহ কাফেলার ব্যবস্থাপনা পরিচালক মনিরুল ইসলাম। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আমঝুপি ফাজিল মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা মাহাবুব উল আলম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর অগ্রণী ব্যাংক পিএসসি এর এজিএম রমজান আলী, তাতাসা হজ ও ওমরাহ কাফেলার উপদেষ্টা আবুল হাশেম, এবং পৌর আমির সোহেল রানা ডলার। অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করেন ভেড়ামারা ল্যাব এইচ ডায়াগনস্টিক সেন্টারের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সাংবাদিক শাহ জামাল।

প্রশিক্ষণে বক্তারা বলেন, হজ ও ওমরাহ মুসলমানদের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। যথাযথ নিয়ম মেনে, শুদ্ধ নিয়তে এবং ইসলামী বিধান অনুসারে পালন করতে হবে এ ইবাদত। এজন্য আগেভাগে প্রশিক্ষণ নেওয়া অত্যন্ত জরুরি, যাতে আরবি ভাষা, রীতিনীতি, কাফেলার শৃঙ্খলা ও হজের বিধান সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা অর্জন করা যায়।

বক্তারা আরও বলেন, তাতাসা হজ্ব ও ওমরাহ কাফেলা দীর্ঘদিন ধরে সুনামের সঙ্গে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের হজ ও ওমরাহ পালনে সহায়তা করে আসছে। প্রতিষ্ঠানটি সবসময় হজযাত্রীদের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে।

গাংনীর কাথুলী সীমান্তে নারী- শিশুসহ ১৪ বাংলাদেশিকে পুশব্যাক

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাথুলী সীমান্ত দিয়ে নারী-পুরুষ ও শিশুসহ ১৪ জনকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ।

শনিবার (১৮ অক্টোবর) সকালে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কাথুলী বিওপির

সীমান্ত এলাকার আনুমানিক ১০০ গজ ভেতরে সীমানারেখার ১৩৩/৩ এস পিলারের অভ্যন্তর দিয়ে ১৪ জনকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ।

বিজিবির প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানা যায়, পুশ ইন হওয়া ব্যক্তিদের বাড়ি ঠাকুরগাঁও জেলায়। তারা বাংলাদেশের বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে দালালের মাধ্যমে ভারতে প্রবেশ করেছিল। আটক পূর্বে আসাম রাজ্যের তেইমপুর ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার অনোজ কুমার তাদের পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে বাংলাদেশে হস্তান্তর করেন। এদের মধ্যে ৬ জন পুরুষ, ৪ জন নারী ও ৪ জন শিশু রয়েছে।

বিজিবির কাছে হস্তান্তরকৃত বাংলাদেশিরা হলেন ঠাকুরগাঁও জেলার বালিয়াডাঙ্গী থানার জেলেল বস্তির গ্রামের মৃত আলাউদ্দিনের ছেলে হানিফুর রহমান (৩৮), তার স্ত্রী লুৎফা খাতুন (২৮), মেয়ে হাবিবা খাতুন (১২), আলিয়া খাতুন (১.৫), ছেলে হাবিবুল্লাহ (০৫); একই এলাকার খাদেমগঞ্জ গ্রামের মৃত কলিম উদ্দিনের ছেলে বাবুল (৫০), তার স্ত্রী আফরোজা খাতুন (৪৩), মেয়ে লাভলী খাতুন (২৫), শবনম খাতুন (১৯), ছেলে সাদ্দাম হোসেন (২৪); বেউরঝাকী গ্রামের আজগর আলীর ছেলে তারিকুল ইসলাম (২৮); রত্নাই গ্রামের ধুনিবুলা মোহাম্মদের ছেলে আজিজুল হক (৪৫) এবং লক্ষহাট গ্রামের আব্দুল লতিবের ছেলে হাতেম (৫২)।

হানিফুর রহমান জানান, তিন বছর আগে জীবিকার তাগিদে পানিপথ দিয়ে দালালের মাধ্যমে ভারতে গিয়েছিলাম। আসাম রাজ্যের হরিয়ানাতে পাপোস তৈরির কারখানায় কাজ করতাম। গত মাসের ২১ তারিখে ভারতের পুলিশ আমাদের আটক করে। এরপর পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে বিএসএফ আমাদের বিজিবির কাছে হস্তান্তর করে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বনি ইসরাইল জানান, আইনি প্রক্রিয়া শেষে তাদের পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

মুজিবনগরে গোপালনগর কো- অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নের বার্ষিক সভা

মেহেরপুরের মুজিবনগরে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান গোপালনগর কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেডের ২৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার সকাল ৯টায় গোপালনগর কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেডের অফিস প্রাঙ্গণে এ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় গোপালনগর কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেডের চেয়ারম্যান আব্দুর রাজ্জাকের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মণ্ডল।

প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলার ভারপ্রাপ্ত সমবায় কর্মকর্তা এনামুল হক।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান, মুজিবনগর উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা মাহবুবুল হক এবং দি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লীগ অব বাংলাদেশ (কাল্ব) এর চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলার ব্যবস্থাপক সুজয় কুমার বসু।

এছাড়াও সভায় উপস্থিত ছিলেন গোপালনগর কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেডের কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ প্রতিষ্ঠানের ৫,৬০০ জন সদস্য ও সদস্যা।

গ্রামের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে সহযোগিতার মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে স্বাবলম্বী করার প্রত্যয়ে গড়ে ওঠা এই ক্রেডিট ইউনিয়ন স্বচ্ছতার সঙ্গে বিভিন্ন স্কিমের আওতায় ৩,৭৭০ জন সদস্যকে সেবা প্রদান করে যাচ্ছে।

লালনের অনুষ্ঠানে গিয়ে ট্রেনের ধাক্কায় গাংনীর মোমিনুল নিহত

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রাধাগোবিন্দপুর ধলা গ্রামের মোমিনুল ইসলাম নামের এক ব্যক্তি কুষ্টিয়ায় লালন শাহের অনুষ্ঠানে গিয়ে ট্রেনের ধাক্কায় নিহত হয়েছেন।

গতকাল শুক্রবার দিবাগত মধ্যরাতে কুষ্টিয়ায় লালন শাহের মাজারের সন্নিকটে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মোমিনুল ইসলাম রাধাগোবিন্দপুর ধলা গ্রামের লিয়াকত আলির ছেলে।

মোমিনুল ইসলামের স্ত্রী রূপা খাতুন জানান, গতকাল শুক্রবার বিকেলে গ্রামের বেশ কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে লালনের তিরোধান অনুষ্ঠানে যায় মোমিনুল। অনেক ঘোরাঘুরি করে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়লে ট্রেনলাইনের পাশে অবস্থান নেয়। এ সময় একটি ট্রেন চলে আসলে মোমিনুল ও তার বন্ধুরা দ্রুত সরে আসতে গিয়ে ট্রেনের সাথে ধাক্কা লেগে মোমিনুলের মাথায় আঘাত লাগে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় মোমিনুলের।

কুষ্টিয়া থানা পুলিশ মোমিনুলের মরদেহ উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। সেখান থেকে আইনগত প্রক্রিয়া শেষে স্বজনদের কাছে মরদেহ হস্তান্তর করা হয় এবং তা গ্রামের বাড়িতে নিয়ে আসা হয়।

মোমিনুলের মৃত্যুর খবর জানার পর থেকে পরিবারে চলছে শোকের মাতম।

মোমিনুলের মা মেমিনা খাতুন জানান, আমার ছেলে মোমিনুল কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে লালনের মাজারে অনুষ্ঠানে যাবার কথা বলে শুক্রবার বিকেল তিনটার দিকে বাড়ি থেকে বের হয়। মধ্যরাতে মোবাইলে জানতে পারি, আমার ছেলে ট্রেনের ধাক্কায় মারা গেছে।

মোমিনুল এক সন্তানের জনক। তার খালা নূরনিহার জানান, খুবই দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে সংসার চালাতো। তার একটি শিশু সন্তান রয়েছে।

মোমিনুলের মরদেহ বাড়িতে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে লাশ দেখতে ভিড় করেন শত শত মানুষ।